পাক্ষিক

আহমদী

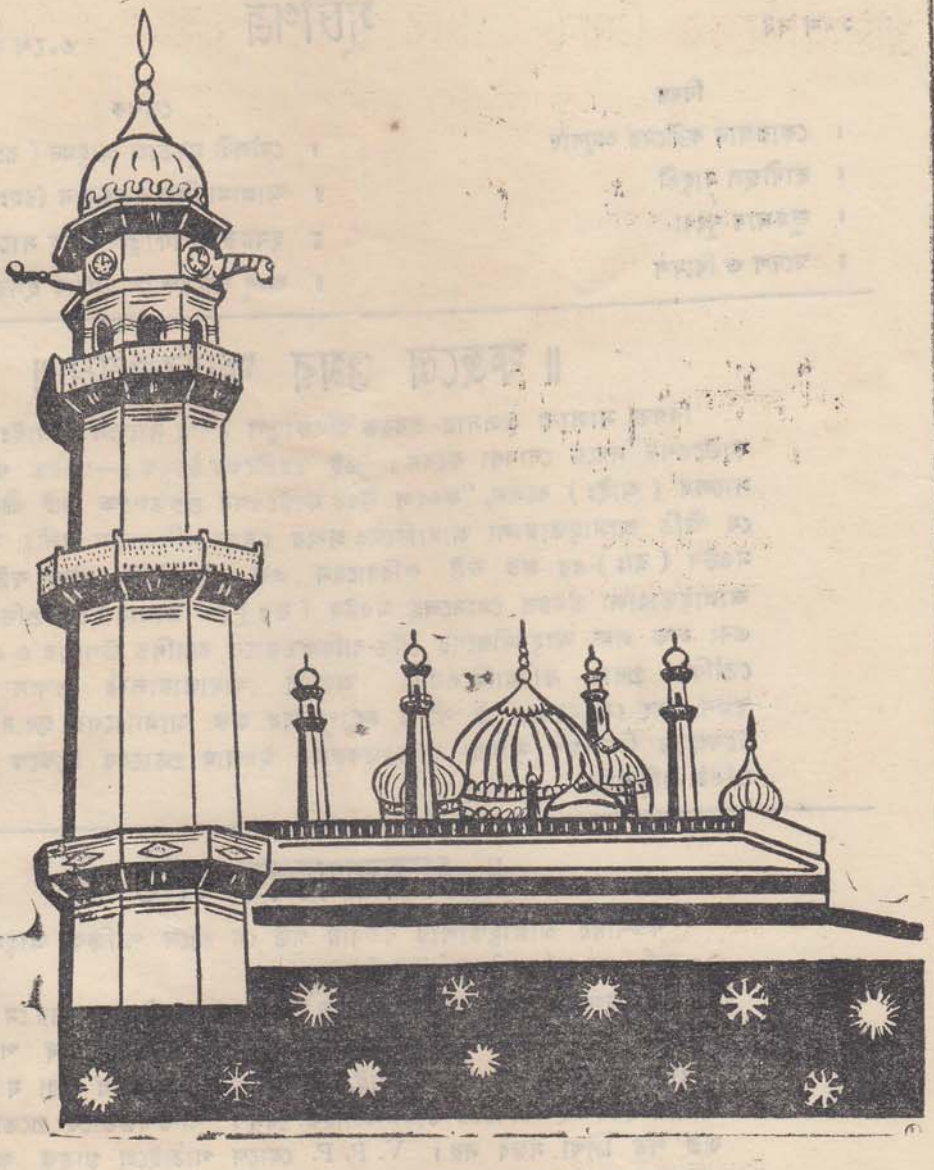

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১০ম সংখ্যা
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

৮ম সংখ্যা
৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ১৬৫
॥ হাদীসুল মাহ্‌দী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	॥ ১৬৭
॥ জুমআর খুৎবা	॥ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)	॥ ১৭০
॥ স্বদেশ ও বিদেশ	॥ আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল	॥ ১৭২

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

॥ গ্রাহকগণের প্রতি ॥

করুণাময় আল্লাহ্‌তালার করুণায় গত মে মাসে পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকা ২০ বর্ষে [নব পর্যায়ে] পদার্পন করিয়াছে।

গ্রাহকগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ইহার বৎসর মে মাসে আরম্ভ হয় এবং এপ্রিল মাসে শেষ হয়। অনেকে এই বৎসরের চাঁদা পাঠান নাই। যাঁহারা এখনও চাঁদা পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এই বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া দেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে টাকার জন্য পত্র লিখা সম্ভব নয়। V. P. P. যোগে পাঠাইলে গ্রাহক অনেক সময় গ্রহণ করেন না, ফলে আমাদের ক্ষতি হইয়া থাকে। আর যাহারা গ্রহণ করেন তাহাদিগকে ৫৲ (পাঁচ টাকা) ছাড়াও V. P. P. খরচ দিতে হয়। ইহা তাহাদের অতিরিক্ত খরচ।

অতএব যাহারা আহ্‌মদী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক, তাঁহারা অবিলম্বে চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। চাঁদা ম্যানেজার আহ্‌মদী; ৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—১ ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ঃ ২০শ বর্ষঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৬৬ সনঃ ১০ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

২২শ রুকু

১৭৩ ॥ এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানগণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধরগণকে আনিলেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে সাক্ষী বানাইলেন ? (এই বলিয়া যে) আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ? তাহারা বলিল ঃ

হাঁ, আমরা (এই কথার) সাক্ষ্য দিতেছি। (ইহা এই জন্য করা হইল যে,) যেন তাহারা কিয়ামতের দিন এই কথা বলিতে না পারে যে, আমরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ-অনবগত ছিলাম।

১৭৪ ॥ অথবা এই কথা না বলে যে, নিশ্চয় আমাদের পিতৃপুরুষগণ পূর্ব হইতে আল্লার সঙ্গে শরীক করিত এবং আমরা হইলাম তাহাদের পরবর্ত্তী বংশধর। তবে কি তুমি আমাদিগকে ঐ সমস্ত ভ্রান্ত-পথগামীদের কার্যের ফলে ধ্বংশ করিবে?

১৭৫ ॥ এবং এইভাবে আমরা বিধান সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি (যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে) এবং যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

১৭৭ ॥ এবং তুমি তাহাদের নিকট ঐ ব্যক্তির কথা বর্ণনা কর, যাহাকে আমরা আমাদের নিদর্শন দান করিয়াছিলাম। অতঃপর সে উহা হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল; অনন্তর শয়তান তাহার পশ্চাতে লাগিয়া গেল, ফলে সে ভ্রান্ত-পথগামীদের দলভুক্ত হইয়া পড়িল।

১৭৭ ॥ এবং যদি আমরা চাহিতাম, তাহা হইলে ঐ সমস্ত নিদর্শন প্রাপ্তির কল্যাণে তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম; কিন্তু সে পার্থিব বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাহার কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করিল। তাহার উপমা (তৃষ্ণার্ত) কুকুরের মত, যদি তাহাকে তাড়াইতে যাও তবুও জিহ্বা বাহির করিবে এবং যদি না তাড়াও তবুও জিহ্বা বাহির করিবে। উহা সেই লোকদের উপমা যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলে। অতএব তুমি এই সমস্ত উপদেশ বর্ণনা কর, যেন তাহারা চিন্তা করিতে পারে।

১৭৮ ॥ সেই সমস্ত লোকের অবস্থা অতি জঘন্য, যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছে এবং (ইহা দ্বারা) তাহারা তাহাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করিতেছিল।

১৭৯ ॥ আল্লাহ্ যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন সেই সুপথগামী হয় এবং যাহাদিগকে বিপথগামী (সাব্যস্ত) করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১৮০ ॥ নিশ্চয় আমরা বহু জিন ও মানুষকে দুঃখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের হৃদয় আছে; কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এবং তাহাদের চক্ষু আছে; কিন্তু তাহা দ্বারা তাহারা দেখিতে পায় না। এবং তাহাদের কর্ণ আছে; কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা শুনিতে পায় না। তাহারা চতুষ্পদ জন্তু তুল্য বরং উহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট; তাহারাই সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

১৮১ ॥ এবং আল্লার জন্যই সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে; অতএব তোমরা ঐ নামগুলি ধরিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা কর। এবং যাহারা তাঁহার নাম সমূহ সম্বন্ধে বক্রতা অবলম্বন করে তাহাদিগকে (ঐরূপ করিতে) ছাড়িয়া দাও। অচিরেই তাহাদিগকে তাহাদের কার্যের প্রতিফল দান করা হইবে।

১৮২ ॥ এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্য হইতে একদল এমন আছে, যাহারা লোকগণকে সত্যের দ্বারা পথ প্রদর্শন করে এবং সত্যের সহিত ন্যায় বিচার করে।

(ক্রমশঃ)

॥ হাদিসুল মাহ্‌দী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০নং হাদীস

مكتوب عند التوراة صفت محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه—(ترمذى)

"তৌরাত কিতাবে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সিফত বা গুণ সম্বন্ধে লিখা আছে যে, মসিহে মওউদ আঁ-হযরতের সঙ্গে দাফন হইবেন"।

তেরমিজি শরীফের এই হাদীসও ৯নং হাদীসের যে-তফসির আমি বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি তাহারই সমর্থন করে। কারণ ইস্রাইলী ইসা আঁ-হযরতের মৃত্তিকার কবরে দফন হওয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বা ইসা আঃ)-এর কাহারো গুণ হইতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের প্রকৃত মর্ম এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কুওয়তে-কুদ্‌সিয়া এই উম্মতে এমন একজন ইসার সৃষ্টি করিবেন যিনি মরণের পর-পারেও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাহচর্য্য লাভ করিবেন।

১১নং হাদীস

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة -

"রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন, সর্বদা আমার উম্মতের এক দল লোক সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া কেয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করিবেন। হযরত বলিয়াছেন ইসা ইবনে মরিয়ম নাজিল হইবেন, তখন তাহাদের আমীর বলিবেন, আসুন আমাদের জন্য নামাজ পড়ান। তখন তিনি বলিবেন, না, আল্লাহতা'লা এই উম্মতকে এই ভাবেও সম্মানিত করিয়াছেন যে, তোমাদের পরস্পর একে অন্যের আমীর হইতে পারে।" (—মিশকাত)

এই হাদীসের যথাবিহিত উত্তর আমরা প্রথম ভাগে দিয়া আসিয়াছি। এই হাদীসের মধ্যে মসিহে মওউদ (আঃ) ও যে এই উম্মতের সাধারণ ইমামের পিছনে নামাজ পড়িবেন এবং এতদ্বারা এই উম্মতের সম্মান প্রকাশ করিবেন, তাহাই বলা হইয়াছে, ইহাতে আসমান হইতে নামিয়া আসার কথা নাই।

১২নং হাদীস

فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم فى اهليكم فيخرجون وذالك باطل فاذا جاؤا الشام خرج فبينما يعدون للقتال يسوون الصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسى ابن مريم فاممهم فاذا رأه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه فى حربته -

"তৎপর উক্ত সৈন্যদল কনষ্টান্টিনপোল জয় করিবেন, তাহারা জয়তুন বৃক্ষে তরবারীগুলি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া লুণ্ঠিত ধন বণ্টনে ব্যাপৃত হইবেন, এমন সময় সয়তান তাহাদের মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিবে, দাজ্জাল বাহির হইয়া তোমাদের পশ্চাতের দিক্ দিয়া তোমাদের পরিজনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িবেন, অথচ এই সংবাদ মিথ্যা। তৎপর তাহারা যখন শামের নিকট উপস্থিত হইবেন তখন দাজ্জাল বাহির হইবে। তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করার জন্য ব্যূহ রচনা করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় নামাজের 'একামত' দেওয়া হইবে, এমন সময় ইসা ইবনে মরিয়ম নাজিল হইবেন তৎপর তিনি তাহাদের ইমামতি করিবেন। যখন আল্লাহ্‌র শত্রু তাহা দেখিতে পাইবে তখন লবন যেমন পানির মধ্যে গলিয়া যায় এরূপ ভাবে সে গলিয়া যাইবে। যদি তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে সে গলিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে উক্ত নবীর হাতে কতল করিবেন। তিনি দাজ্জালের রক্ত লোকদিগকে তাঁহার অস্ত্রের মধ্যে দেখাইবেন।" (মুসলিম)

প্রথমতঃ, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই কুস্তন-তুনিয়া বিজয়, জয়তুন বৃক্ষের ডালে তরবারী লট্‌কাইয়া রাখিয়া অর্থ বণ্টন করা অবস্থায় দাজ্জাল বাহির হওয়া, দাজ্জাল বধ ইত্যাদি ঘটনাবলী সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন রেওয়ায়েত এই কাদিয়ানি-রদ পুস্তকের প্রথম ভাগে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, আমিও যথা-স্থানেই এই সমস্ত হাদীসের কতকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, এবং খোদার ফজলে হাদীসগুলির প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করিয়া আসিয়াছি। পাঠক যদি প্রথম হইতে ধারাবাহিক ভাবে আমার এই গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া আসিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু এই রেওয়ায়েতে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের বর্ণিত ১১নং হাদীসের রেওয়াতের বিপরীত কথা আছে, যথা—

اذا اقيمت الصلاة فنزل عيسى ابن مريم فامهم -

"নামাজের 'একামত' দেওয়া হইবে, এমন সময় ইসা ইবনে মরিয়ম নাজিল হইবেন ও তাহাদের **ইমামত** করিবেন।"

পূর্ববর্ত্তী কতকগুলি হাদীসে মৌলানা সাহেব দেখাইয়া আসিয়াছেন যে, মসিহে মওউদ (আঃ) **অন্য** ইমামের পিছনে নামাজ পড়িবেন, কিন্তু এই রেওয়ায়েতে আছে যে, মসিহ মওউদ স্বয়ং ইমামত করিবেন। মৌলানা সাহেব যখন দেখিলেন যে, এই রেওয়ায়েতে পূর্ববর্ত্তী রেওয়ায়েতের বিপরীত পরিষ্কার লিখিত আছে যে—নামাজের 'একামত' দেওয়া হইবার পর হযরত মসিহে মওউদ নাজিল হইয়া **ইমামত করিবেন,** অমনিই তিনি امهم শব্দের অর্থ করিয়া ফেলিলেন সেনাপতি হইবেন। এরূপ বিদ্যা আর বুদ্ধি না থাকিলে কি আখেরী জমানায় পীর বা মৌলানা হওয়া যায় ?

নামাজের একামত দেওয়ার পর মসিহে মওউদ নাজিল হইয়া নিজে ইমামত করিবেন, না অন্য ইমামের পিছনে নামাজ পড়িবেন, এই নিয়া হাদীসের বিভিন্ন রাবিদের মধ্যে মতভেদ আছে। পূর্ব-বর্ণিত হাদীস-গুলিতে রাবী বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকে ইমামত করিতে বলা হইলে তিনি এই উম্মতের সম্মান প্রকাশার্থ অন্য ইমামের পিছনে নামাজ পড়িবেন, নিজেই ইমামত করিবেন। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব মাঝখান দিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "সেনাপতি হইবেন।" আরবী ভাষায় যাহাদের সাধারণ জ্ঞানও আছে তাহারাও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এই অদ্ভুত অর্থ সমর্থন করিবেন না।

তারপর আমি জিজ্ঞাসা করি, যে-মসিহে মওউদের নিশ্বাসের বায়ুতে সমস্ত কাফের মরিয়া যাইবে, সেই

মসিহে মওউদের সৈন্যেরই-বা কি দরকার, আর তাঁহার সেনাপতি হওয়ারই-বা কি প্রয়োজন?

মৌলানা সাহেবকে আবার জিজ্ঞাসা করি, মসিহে মওউদের নিশ্বাসের বায়ুত দৃষ্টির শেষ সীমায় যদি দাজ্জাল মরিয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিয়া দাজ্জাল লবনের মত গলিতে আরম্ভ হইবে কেমন করিয়া? দৃষ্টির শেষ সীমাই-ত সে মরিয়া পড়িয়া থাকিবে।

আরও একটা কথা আমি মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মোসলমানগণ কর্তৃক যে কুস্তনতুনিয়া কবে বিজয় হইয়াছে এবং এখন পর্যন্ত মোসলমানদের হাতেই বর্তমান আছে, মৌলানা সাহেব এই খবর রাখেন কি? যদি রাখেন, তাহা হইলে কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের পরের বৎসরের মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের বর্ণিত "সমধিক সহী-হাদীস" অনুযায়ী দাজ্জাল বাহির হইবার কথা; সেই দাজ্জাল কোথায় এবং কে, ব কাহারা?

প্রকৃত কথা, কাট-মোল্লাদের অন্ধ অনুসরণ হইতে মুক্ত হইয়া পাঠক একটু স্থির ভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বর্ণনার প্রতি একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই বুঝিতে পারিবেন, দাজ্জালের প্রকৃত মর্ম কি, এবং কি ভাবে দাজ্জাল কর্তৃক মুসলিম শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, এবং মসিহে মওউদের আগমনে কি ভাবে দাজ্জাল ক্রমশঃ বিগলিত হইতেছে এবং মসিহে মওউদের (আঃ) ঐশী অস্ত্রে আল্লাহ্-তালা দাজ্জালের রক্ত দেখাইয়াছেন কি ভীষণ ভাবে! যাক স্থানান্তরে আমরা দাজ্জালের প্রকৃত পরিচয় দিব, ইন্‌শাল্লাহ। এই হাদীসে দাজ্জাল লবনের মত বিগলিত হইয়া রূপান্তরিত হওয়ার কথায় দাজ্জাল বধের প্রকৃত মর্মের দিকে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হযরত মসিহে মওউদ, (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে—যাঁহাদের দিব্য চক্ষু আছে তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইতেছেন এবং ক্রমে আরও সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

॥ চল্‌তি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

মানুষের বয়স

মাটির ধরায় কবে মানুষের আগমন হয়েছিলো এনিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু এই সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় নি। কোনদিন বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্যার নির্ভুল মীমাংসায় পৌঁছুতে পারবে কি না তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা যে, আদম (আঃ) ই মানব জাতির আদি পিতা এবং মা হাওয়াই আদিম মাতা। এই ধারণার মূলে সত্য আছে বলে মনে হয় না। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা হতে যেমন ইহা প্রমাণিত হয় না, তেমনি কোরআন করীমের শিক্ষা হতেও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

ইদানিং ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিশ হতে একটি সংবাদে বলা হয়েছে ঃ "সম্প্রতি মরক্কোতে খনন কার্যের ফলে অতি প্রাচীন একটি মানুষের মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয়। খুলিটি আবিস্কার করেন প্রখ্যাত ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ মসিয়ে চার্লস্ রিজেলিয়ে। মরক্কোর আ্যা-মির বিভাগে ফেজ ও সেফরুর মধ্যবর্তী কোন একটি স্থানে এই প্রাচীন বস্তুটি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া স্থানটির আশে পাশে ছোট ছোট পাথরের তৈরী নানা প্রকার সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে। আবিস্কৃত বস্তুগুলি তিন লক্ষ বৎসর পূর্বেকার হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।" অথচ যে আদম (আঃ)-কে প্রথম মানুষ বলে গণ্য করা হয় তাঁর বয়স দশ সহস্রাধিক বৎসর মাত্র। তা'ছাড়া কোরআন করীমে যখন আদম (আঃ) ও তাঁর সহধর্মীনিকে 'বাগান' হতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন আল্লাহ্‌তালা বলেছিলেন ঃ

'তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।'

(সুরা বাকারা, ৩৮ আয়াত)

তর্জমা, ইসলামিক একাডেমী।

এখানে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আদম (আঃ) ছাড়া আরো অনেক লোক সেখানে ছিলো। নতুবা সৎপথের নির্দেশ অর্থাৎ নবীগণের আগমনের বার্তা দেওয়ার বিশেষ কোন অর্থ থাকে না। কারণ আদম (আঃ) নিজেই নবী ছিলেন। তাঁকে ভবিষ্যতের নবীর শিক্ষার অনুসরনের কথা বলা অযথা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং 'তোমরা সকলেই' দ্বারা যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের সকলকেই বুঝাচ্ছে। উপস্থিতদের সংখ্যাই যে বেশ বড় ছিল তা' সহজেই অনুমান করা যায়। তাই বল্‌ছি ধরার বুকে মানুষের বয়সের প্রশ্নটি মীমাংসা সহজ নয়।

আগের বাইবেলের শিক্ষা প্রতিপালনের পরিবেশ সৃষ্টি করি।

লণ্ডন হইতে 'খ্রীষ্টানের মত আচরণ প্রদর্শন করুন' বলে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইহাতে বলা হয়েছে যে, শান্তিবাদীদের শান্তি কমিটির ৩০ জন খ্রীষ্টান

সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসনের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে তাহারা প্রেসিডেন্ট জনসনকে একজন খৃষ্টানের মত আচরণ প্রদর্শন করিবার জন্য আহ্বান জানান। স্থানীয় মার্কিন দূতাবাসে এই পত্র প্রদান করা হইয়াছে।

উক্ত সদস্যগণ একটি শ্বেত ক্রশ বহন করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম সম্পর্কিত নীতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাইবেলের একটি বড় শিক্ষা যাহা খ্রীষ্টানগণ অতি গর্বের সাথে দুনিয়া ভর প্রচার করে থাকে—তাহলো, একগালে চড় দিলে অপরটিও এগিয়ে দেওয়া। এই শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ভিয়েতনামে প্রেসিডেন্ট জনসন সাহেব কি করছেন তা' বিচার করা যাক।

নবীদের শিক্ষা থাকে সরল সোজা। অপরদিকে রাজনীতিবিদদের বড় মূলধন হলো কুটনীতি(*Diplomacy*) তারা কুটনীতি দিয়েই সবকিছু বুঝে থাকেন।

জনসন সাহেব হয়ত বাইবেলের শিক্ষা কুটনীতির মারপ্যাচ দিয়েই বুঝেছেন এবং সে ভাবেই ইহা পালন করছেন। যেমন ধরেন, একগালে চড় পড়লে অন্যগাল এগিয়ে দেওয়ার কথা। যদি কেহই একগালে কখনও চড় দিল না তখন এই শিক্ষাটি বাস্তবায়িত করবেন কি করে? সুতরাং প্রথমে আপনাকে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যেন 'একগালে' চড় পড়ে। তারপর অন্য গালের কথা আসে।

জনসন সাহেব ভিয়েতনামে ঐরূপ অবস্থারই হয়ত সৃষ্টি করছেন মাত্র। পরে ভাবা যাবে অন্য গালের কথা।

যারা কুটনীতি না বুঝে বাইবেলের শিক্ষা আকড়ে ধরে আছেন, তারাই জনসন সাহেবকে অযথা খ্রীষ্টানের মত ব্যবহার করতে বলছেন। অথচ তিনি খ্রীষ্টানের মত ব্যবহার করার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন মাত্র।

★

যাহারা পবিত্র কোরআনকে সম্মান করিবে, তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে

তোমাদের প্রতি অন্য এক অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, কোরআন শরীফকে এক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করিও না। কারণ, কোরআনেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে। যাহারা কোরআনকে সম্মান করিবে, তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। যাহারা সকল হাদীস [রসুল (সাঃ)-এর বাণী] ও উক্তির উপর কোরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইবে। মানবজাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মশাস্ত্র নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসুল এবং শাফী (যাজক) নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

॥ স্বদেশ ও বিদেশ ॥

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

একটি নিদর্শন

"আমি তোমাকে এরূপ বিপুল কল্যাণে ভূষিত করিব যে, রাজন্য বর্গ তোমার বস্ত্র হইতে আশিস অন্বেষণ করিবে।"

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) যখন একা ছিলেন, তখন উক্ত এলহাম হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর উপর আল্লাতা'লা নাযিল করিয়াছিলেন। তখন তিনি ছিলেন অখ্যাত ব্যক্তি, এবং বাস করিতেন এক অখ্যাত পল্লীতে। তাঁহাকে কেহ জানিত না; কেহ চিনিত না।

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস মীর্যা নাসের আহ্মদ (আইঃ) মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আগামী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আফ্রিকা এবং দীপপুঞ্জের যে কোন রাজ্যে আহ্মদীরা এত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে যে, সেখানে কেবল আহ্মদী আর আহ্মদী দেখা যাইবে এবং সেখানকার শাসন ক্ষমতা আহ্মদীদের হাতে আসিবে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েক মাসও গত হয় নাই, সংবাদ পাওয়া গেল যে, গাম্বিয়া আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব হাজি এফ, এম সিংহাতে জেঃ পিঃ গাম্বিয়ার অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়া হযরত খলিফা সালেস (আইঃ)-এর নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠান যেন তাঁহাকে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর বস্ত্রের কিছু অংশ পাঠান হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সেই বস্ত্রের নিয়ামত লাভ করার সৌভাগ্য যাহাতে আল্লাহ্ তালা তাঁহাকে দেন, সেজন্য তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত চিল্লাকুশী করেন এবং আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন।

তাঁহার অনুরোধ অনুযায়ী তাঁহাকে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর বস্ত্রের একাংশ হযরত খলিফ. সালেস (আইঃ) পাঠান। যে দিন সেই বস্ত্রখণ্ড তাঁহার নিকট পৌঁছে-সেই দিনই বি. বি. সি—তে (B. B. C) প্রচারিত হয় যে, রাণী এলিজাবেথ তাঁহাকে গাম্বিয়ার স্থায়ী গভর্ণর জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন।

আহ্মদী মসজিদে মোহাম্মাদ আলী ক্লে

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী ক্লে সম্প্রতি ইউরোপ সফর করেন। তাঁহার ইউরোপ সফরকালে তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টে (জার্মান) আহ্মদীয়া জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র মসজিদে নামাজ আদায় করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি আহ্মদীয়া মতবাদের পুস্তকাদি পাঠ করিতেছেন।

আহ্মদ জান সাহেবের ঢাকা আগমন

গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে করাচী জামাতের জনাব আহ্মদ জান সাহেব হযরত খলিফা সালেস (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে ঢাকা আগমন করেন। তিনি হযরত খলিফা সালেস (আইঃ)-এর আহ্বান অনুযায়ী এক মাসের জন্য নিজেকে সাময়িকভাবে ওয়াক্ফ করেন। তিনি ঢাকা শহর, তেজগাঁ, নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানের বিভিন্ন হালকায় গমন করেন এবং তারবিয়তি কাজ করেন এবং হুজুরের তাহরিক অনুযায়ী কোরআন শিক্ষার দিকে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 12·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ:)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আ:)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রা:)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	হোশান্না	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান
এ. টি. চৌধুরী
কাছ্‌রে ছলীব পাব্‌লিকেশন্স
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.